আমীরে আহলে সুন্নাতের লিখিত কিতাব
"আশিকানে রাসূলের ১৩৩টি ঘটনা"র একটি অংশ

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৫৪
WEEKLY BOOKLET:354

মদীনার মসজিদসমূহ

ফারুকে আযম এবং কুবা ০৩
মসজিদে শায়খাঈন ১৬
মসজিদে সিজদা ০৮
মসজিদে মিনারাতাঈন ২০

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়গুলো **"আশিকানে রাসূলের ১৩০টি ঘটনা মক্কা মদীনার যিয়ারত সম্বলিত"** কিতাবের ২৯৫ থেকে ৩২১ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

মদীনার মসজিদ সমূহ

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ **"মদীনার মসজিদ সমূহ"** এই পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শোনে নিবে, তাকে মক্কা মদীনার আদব সহকারে হাজিরী নসীব করো এবং তাকে তার পিতামাতাসহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদে পাকের ফযিলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন বৃহস্পতিবার দিন আসে, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের প্রেরণ করেন, যাঁদের নিকট রূপার কাগজ ও সোনার কলম থাকে, তাঁরা লিখে: কে বৃহস্পতিবার দিনে ও জুমার রাতে আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করছে।

(কানযুল উম্মাল, ১/২৫০, হাদীস ২১৭৪)

শাফেয়ে রোযে জযা তুম পে করোড়ো দুরুদ
দাফেয়ে জুমলা বালা তুম পে করোড়ো দুরুদ

(হাদায়িকে বখশিশ, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মদীনার মসজিদ সমূহ

মদীনা মুনাওয়ারা এবং এর আশে পাশে এমন অনেক মসজিদ রয়েছে যা আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পৃক্ত। যেগুলোর অনেকটিই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবুও বরকত অর্জনের নিয়্যতে কয়েকটির আলোচনা করছি, যাতে করে আশিক যিয়ারতকারীরা সেগুলো খুঁজে খুঁজে যেখানে যেখানে মসজিদ পাবেন নফল নামায ইত্যাদি আদায় করেন আর যেখানে কোন নিদর্শন পাবেন না সেখানে গিয়ে আফসোসের দৃষ্টিতে পরিবেশের যিয়ারত করে বরকত অর্জন করেন এবং সেখানে দোয়া করেন। কেননা যেখানে যেখানে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর গমন হয়েছে সেখানে দোয়া কবুল হয়ে থাকে। মুহাক্কিক আলাল ইত্বলাক, খাতামুল মুহাদ্দিসীন হযরত আল্লামা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নবীর প্রেমে ডুবে কত সুন্দর কথাই যে বলেন: "অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নরা জানেন যে, এই (মক্কা ও মদীনার) পর্বতে এবং উপত্যকায় প্রিয় নবী মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌন্দর্যের নিদর্শনাবলী এবং আহমদে মুজতবা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উৎকর্ষতা থেকে কিরূপ নূরানীয়্যত প্রকাশিত হচ্ছে! নিশ্চয় এর কারণ এটাই যে, এসব স্থানগুলোতে এমন কোন ধূলিকণা নাই, যার উপর দৃষ্টি মুবারক পড়েনি এবং তা রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভে ধন্য হয়নি।" **(জাযবুল কুলুব, ১৪৮ পৃ:)**

আ কে মেঁ রূহ কি হার তে মেঁ সামু লোঁ তুঝ কো
এ- হাওয়া তু নে সরকার কো দেখা হোগা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১) মসজিদে কুবা

মদীনা মুনাওয়ারা হতে প্রায় তিন কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে ‘কুবা’ নামের এক প্রাচীন গ্রাম রয়েছে, যেখানে এই বরকতময় মসজিদটি অবস্থিত। কুরআনে করীম ও অসংখ্য সহীহ হাদীসে এর মর্যাদা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। মসজিদে নববী শরীফ থেকে মধ্যম গতিতে হেঁটে প্রায় ৪০ মিনিটেই আশিকানে রাসূল মসজিদে কুবা পৌঁছাতে পারেন। বুখারী শরীফে রয়েছে: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি সপ্তাহেই কখনো বাহনে করে আবার কখনো পায়ে হেঁটেই মসজিদে কুবায় তাশরীফ নিয়ে যেতেন। **(বুখারী, ১ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৯৩)**

ওমরার সাওয়াব

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুইটি বাণী: (১) মসজিদে কুবায় নামায আদায় করা ‘ওমরা’র সমান। **(তিরমিযী, ১ম খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩২৪)** (২) যে ব্যক্তি নিজের ঘরে অযু করলো, এরপর মসজিদে কুবায় গিয়ে নামায আদায় করলো, সে ‘ওমরা’র সাওয়াব পাবে।

(ইবনে মাজাহ্, ২য় খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪১২)

ফারুকে আযম এবং কুবা

আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মসজিদে কুবায় প্রবেশ করে বললেন: আল্লাহর শপথ! এই মসজিদে এক রাকাত নামায আদায় করা বাইতুল মুকাদ্দাসে এক রাকাত নামায আদায়ের পর চার রাকাত বাড়িয়ে পড়ার চেয়ে বেশি প্রিয়, এবং যদি এই মসজিদটি দূরে কোথাও হত, তবুও আমি সেখানে যাবার জন্য উটের

www.dawateislami.net

কলিজা পানি করে দিতাম (অর্থাৎ এর যিয়ারত করার জন্য অবশ্যই সফর করতাম)। **(কানযুল উম্মাল, ৭ম খন্ড, ৬২ পৃ:, হাদীস: ৩৮১৭৪)**

আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর এবং কুবা

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا প্রতি সপ্তাহেই মসজিদে কুবায় উপস্থিত হতেন। **(মুসলিম, ৭২৪ পৃ:, হাদিস: ১৩৯৯)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(২) মসজিদে ফদীখ

এই মসজিদ শরীফটি মসজিদে কুবার এক কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত। যখন ইসলামী সেনারা বনী নুদ্বাইর গোত্রকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলো, সেই সময়ে রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক তাঁবু এখানেই লাগানো হয়েছিলো এবং এই স্থানেই প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ছয় দিন নামায আদায় করেছিলেন। **(ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ৮২১ পৃ:)** তারই স্মৃতিতে এই মসজিদ নির্মাণ করা হয়। অনেকে অজ্ঞতার কারণে একে ‘মসজিদে শামস’ বলত।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৩) খামসা (বা সাবআ) মসজিদ সমূহ

মদীনা শরীফের উত্তর-পশ্চিমে ‘সালআ’ পাহাড়ের পাদদেশে পাঁচটি মসজিদ পাশাপাশি রয়েছে। মূলতঃ এখানে পূর্বে সাতটি মসজিদ ছিলো, আরবিতে সাতকে ‘সাবআ’ বলা হয়, সুতরাং এই এলাকাকে সবাই ‘সাবআ মাসাজিদ’ নামেই জানত। কয়েক বৎসর পূর্বে দুইটি মসজিদ

www.dawateislami.net

শহীদ করে সেখানে লরি স্টপেজ, দোকান-পাট ও পার্কিং এরিয়া বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে যেহেতু পাঁচটি মসজিদই অবশিষ্ট আছে, আর আরবিতে পাঁচকে 'খামসা' বলা হয়, তাই ক্রমে স্থানটি 'খামসা মাসাজিদ' নামেই প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো। এই পাঁচটি মসজিদের একটি "মসজিদুল ফাতাহ" নামে টিলার উপর অবস্থিত যেখানে উঠার জন্য সিঁড়িও রয়েছে। "গযওয়ায়ে আহযাবের" সময় (যাকে গযওয়ায়ে খন্দকও বলা হয়) রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদুল ফাতাহ এর স্থানটিতেই সোম, মঙ্গল ও বুধ তিনদিন মুসলমানদের বিজয় ও সাহায্যের জন্য দোয়া করেছিলেন, তৃতীয় দিবসে যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে বিজয়ের সুসংবাদ অর্জিত হয় এবং এমন পূর্ণাঙ্গ বিজয় অর্জিত হয়েছিলো যে, এরপর সর্বদা কাফিররা পরাস্থই রয়ে যায়।

হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: "আমি যখন কোনরূপ বিপদের সম্মুখীন হতাম, তখন 'মসিজদে ফাতাহ'য় গিয়ে দোয়া করতাম, তো বিপদ দূর হয়ে যেতো।" মসজিদুল ফাতাহ ব্যতীত অন্যান্য ছয়টি মসজিদের নাম হলো: (১) মসজিদে সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ (এটি হচ্ছে মূলতঃ মসজিদে আলী বিন আবি তালিব)। (২) মসজিদে সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ (এটিকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে)। (৩) মসজিদে সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কিছু দিন পূর্বেও এই মসজিদটি মসজিদে আবু বকর সিদ্দিক নামে পরিচিত ছিলো, বর্তমানে এটিকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। (৪) মসজিদে সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا। (এই মসজিদটি সাহাবায়ে কিরামদের যুগে ছিলো না, এটির কোন ইতিহাস বর্ণিত নেই, কথিত আছে যে, ১৩২৯ হিজরির (১৯১১ সাল) পর এটি

www.dawateislami.net

নির্মাণ করা হয়।) (৫) মসজিদে সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। (৬) মসজিদে আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৪) মসজিদে গামামাহ

মক্কা শরীফ বা জেদ্দা শরীফ থেকে মদীনা শরীফে আসার সময় মসজিদে নববী শরীফ আসার পূর্বে উঁচু গম্বুজ বিশিষ্ট অত্যন্ত সুন্দর একটি মসজিদ দেখা যায়, এটিই 'মসজিদে গামামাহ"। আমাদের প্রিয় আক্বা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ২য় হিজরিতে প্রথম বারের মত ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায এই জায়গাটিতেই খোলা ময়দানে আদায় করেছিলেন। এখানে তিনি বৃষ্টির জন্য দোয়া করেছিলেন, দোয়া করার সাথে সাথেই মেঘ ছেয়ে যায় এবং বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়। মেঘকে আরবিতে 'গামামাহ" বলা হয়, সেই কারণে এই মসজিদকে মসজিদে গামামাহ বলা হয়। এখানে খোলা ময়দান ছিলো, প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এখানে মসজিদ নির্মাণ করেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৫) মসজিদে ইজাবাহ

এই মুবারক মসজিদটি মদীনা শরীফের ৯টি পুরাতন মসজিদের মধ্যে একটি, যা মালিক ফয়সাল ষ্ট্রিটের (এর পুরাতন নাম সিত্তীন ষ্ট্রিট বা প্রথম Round About) উপর জান্নাতুল বাক্বীর উত্তর-পূর্ব (সিত্তীন ষ্ট্রিট ও মালিক আব্দুল আযিয ষ্ট্রিটের চকের উল্টো দিকে) অবস্থিত। এই স্থানে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একবার দুই রাকাত নফল নামায

www.dawateislami.net

আদায় করেছিলেন এবং "তিনটি দোয়া" করেছিলেন, এর মধ্য হতে দু'টি কবুল হয়েছিলো আর একটি স্থগিত রাখা হয়। সেই তিনটি দোয়া ছিলো: (১) হে আল্লাহ! আমার উম্মতেরা যেন দুর্ভিক্ষ জনিত কারণে মারা না যায়। (এটি কবুল হয়েছে) (২) হে আল্লাহ! আমার উম্মতেরা পানিতে ডুবে যেন মারা না যায়। (এটাও কবুল হয়েছে) (৩) হে আল্লাহ! আমার উম্মতেরা যেন পরস্পর লড়াই না করে। (এটা স্থগিত রাখা হয়)। **(মুসলিম, ১৫৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৮৯০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬) মসজিদে সুকইয়া

এই মসজিদ শরীফটি যাদুঘরের নিকটে মদীনা শরীফের রেলওয়ে স্টেশনের বাউন্ডারিতেই অবস্থিত, মসজিদে সুকইয়া সেই ঐতিহাসিক জায়গাতেই নির্মাণ করা হয়েছিলো যেখানে এই ঈমান তাজাকারী ঘটনাটি ঘটেছিলো। আমিরুল মুমিনিন, হযরত মাওলায়ে কায়েনাত আলিউল মুরতাদা শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে আমরা মদীনা শরীফ থেকে বের হলাম, আমরা যখন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর 'হাররাতুস সুকইয়া'র নিকটে পৌঁছালাম, তখন প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পানি চাইলেন, অযু করে কিবলামুখি দাঁড়িয়ে মদীনাবাসীদের জন্য এভাবে কল্যাণের দোয়া করলেন: হে আল্লাহ! ইব্রাহীম তোমার বান্দা ও খলিল ছিলেন, তিনি মক্কাবাসীদের জন্য বরকতের দোয়া করেছিলেন এবং আমিও তোমার বান্দা ও রাসূল, তোমার নিকট মদীনাবাসীদের জন্য দোয়া করছি যে, তুমি তাদের 'মুদ' ও 'সা' তে (দুইটি ওজনের নাম) মক্কাবাসীদের তুলনায় দ্বিগুণ বরকত দান করো।

(তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৪৮২ পৃ:, হাদিস: ৩৯৪০)

www.dawateislami.net

(৭) মসজিদে সিজদা

'মসজিদে সিজদা' সেই পবিত্র স্থানে অবস্থিত, যেখানে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটেছিলো। যেমনিভাবে দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৭৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব 'জান্নাত মেঁ লে জানে ওয়ালে আমাল' এর ৪৯৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একবার বাইরে তাশরিফ নিয়ে গেলে আমিও তাঁর পিছু নিলাম। হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একটি বাগানে প্রবেশ করলেন এবং সিজদায় তাশরিফ নিয়ে গেলেন, তিনি সিজদা এতই দীর্ঘ করছিলেন যে, আমার সন্দেহ সৃষ্টি হলো, আল্লাহ পাক রূহ মুবারক কবয করে নেননি তো! অতএব, আমি কাছে গিয়ে ভালভাবে দেখতে লাগলাম, তিনি যখন পবিত্র মাথা উঠালেন তখন ইরশাদ করলেন: "আব্দুর রহমান! কী ব্যাপার?" আমি উত্তরে আমার মনের ভয়ের কথা বলে দিলে তখন তিনি ইরশাদ করলেন: জিব্রাঈল আমীন (عَلَیۡہِ السَّلَام) আমাকে বলেন: "আপনি কি এতে খুশি হবেন না যে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: যে আপনার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি তার উপর রহমত অবতীর্ণ করবো এবং যে আপনার উপর সালাম প্রেরণ করবে, আমি তার উপর নিরাপত্তা দান করবো।" **(মুসনদে আহমদ, ১ম খন্ড, ৪০৬ পৃ:, হাদিস: ১৬৬২)** স্মৃতি স্বরূপ সেই নূরানী স্থানটিতে 'মসজিদে সিজদা' নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছিলো। বর্তমানে মসজিদটি নতুন সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যমান রয়েছে বটে, কিন্তু ওখানে সাইনবোর্ডে লিখে দেওয়া হয়েছে 'মসজিদে আবু যর'।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৮) মসজিদে যিবাব (বা মসজিদে রায়া)

'ছানিয়্যাতুল ওয়াদা' থেকে ওহুদ পাহাড়ের দিকে যাওয়ার সময় বাম দিকে মদীনা শরীফের উত্তরে (NORTH) 'যিবাব' নামের পাহাড়ের উপর গাযওয়ায়ে তাবুক থেকে ফেরার পথে কিংবা অন্য বর্ণনা অনুযায়ী 'গাযওয়ায়ে খন্দকের' সময় রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁবু স্থাপন করেছিলেন। বর্ণিত আছে; প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'যিবাব' পাহাড়ে নামাযও আদায় করেছিলেন। **(জাযবুল কুলূব, ১৩৬ - ১৩৭ পৃ:। ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ৮৭৫ পৃ:)** এই মুবারক পাহাড়ের উপর আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَضِیَ اللهُ عَنْهُ স্মৃতি স্বরূপ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যাকে 'মসজিদে যিবাব' বা 'মসজিদে রায়া' বলা হয়। পূর্বে এটিকে 'মসজিদে কারীন' বা 'মসজিদে যাবিয়া'ও বলা হতো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৯) মসজিদে আইনাইন

এই মসজিদ শরীফটি হযরত সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মুবারক দরজার সম্মুখে কিবলার দিকে অবস্থিত পাহাড় 'জাবলুর রুমা'র উপর অবস্থিত ছিলো, ওহুদ দিবসে মুসলিম সেনাদের তীরন্দাজ বাহিনী এখানেই দন্ডায়মান ছিলো। কথিত আছে, সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই স্থানে বর্শাবিদ্ধ হয়েছিলেন। সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাথে নিয়ে এই স্থানটিতে স্বশস্ত্র নামায আদায় করেছিলেন। **(ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ৮৪৮ - ৮৪৯ পৃ:)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১০) মসজিদে মাশরাবা উম্মে ইব্রাহীম

এই মসজিদ শরীফটি হাররায়ে শরকিয়ার নিকটবর্তী নাখলিস্তানে (খেজুরের বাগান) এ অবস্থিত ছিলো। মাশরাবা মানে বাগান এবং উম্মে ইব্রাহীম দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত সায়্যিদাতুনা মারিয়া কিবতিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا, এটি তাঁরই বাগান ছিলো এবং আপন মাদানী মুন্না, আশিকানে রাসূলের নয়ন-মণি, রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শুভ জন্ম এখানেই হয়েছিলো। প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এখানে নামায আদায়ের প্রমাণ রয়েছে। **(জাযবুল কুলূব, ১২৭ পৃ:)** বর্তমানে এই পবিত্র মাশরাবা অর্থাৎ মুবারক বাগানটি কবরস্থানে পরিণত হয়েছে এবং একে চার দেওয়ালে ঘেরাও করে দেওয়া হয়েছে আর এখানে আশিকে রাসূলদের প্রবেশ নিষিদ্ধ, কবরস্থানটির মাঝখানে একটি ছোট পুরাতন মসজিদ রয়েছে, যার আঙ্গিনায় জীর্ণশীর্ণ একটি কূপ রয়েছে। এক ঐতিহাসিক বলেন: "আমি যখনই সেখানে প্রবেশ করার সুযোগ পেলাম, আমি মসজিদটিতে দাফনের সরঞ্জামাদি পেলাম!" বর্তমানকার চার দেওয়ালের বাইরে পুরাতন আকৃতির ছাদবিহীন একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে। কোন বিজ্ঞ লোক বলেন: এর ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি নেই। মূল মসজিদটি মাশরাবার (অর্থাৎ বাগান শরীফ) এর ভেতরেই।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(১১) মসজিদে বনী কুরাইযা

এই মসজিদ শরীফটি হাররায়ে শারকিয়ার নিকটবর্তী 'মসজিদে শামসের' যথেষ্ট দূরত্বে মসজিদে ফদীখের পূর্বে (EAST) এবং উম্মে

www.dawateislami.net

ইব্রাহীমের খেজুরের বাগানটির মাঝখানে অবস্থিত ছিলো। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বনু কুরায়যার অবরোধকালে মসজিদটিকে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। **(ফতহুল বারী, ৮ম খন্ড, ১০৬ পৃ:)** অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী "মসজিদে বনী কুরায়যা" সেই পবিত্র জায়গাতেই নির্মাণ করা হয়েছিলো, যেখানে ৫ম হিজরি সনে (৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে) "গযওয়ায়ে বনু কুরায়যা"র সময় নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য 'আরীশ' (রোদ থেকে বাঁচার জন্য ছাউনি) স্থাপন করা হয়েছিলো। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী, নিকটে একটি মহিলার ঘর ছিলো, সেখানেই নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায আদায় করেছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সম্প্রসারণের সময় এই মুবারক স্থানটিকেও মসজিদের আওতাভূক্ত করে নিয়েছিলেন। **(জাযবুল কুলূব, ১২৬ পৃ:)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১২) মসজিদুন নূর

একদা হযরত সায়্যিদুনা উসাইদ বিন হুদ্বাইর এবং হযরত সায়্যিদুনা ওব্বাদ বিন বিশর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا উভয়ে প্রিয় নবীর দরবার থেকে গভীর রাতে ঘরের দিকে রওনা হলেন। অন্ধকার রাতে যখন পথ দেখছিলেন না তখন হঠাৎ হযরত সায়্যিদুনা উসাইদ বিন হুদ্বাইর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর হাতের লাঠিটি জ্বলে উঠল এবং তাঁরা দু'জন সেই আলোতেই পথ চলতে থাকেন। যখন উভয়ের পথ আলাদা হয়ে গেলো তখন হযরত সায়্যিদুনা ওব্বাদ বিন বিশর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর লাঠিও জ্বলে উঠলো এবং এভাবে তাঁরা দু'জনই নিজ নিজ লাঠির আলোতে ঘরে পৌঁছে গেলেন।

www.dawateislami.net

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৪র্থ খন্ড, ২৭৭ পৃ:, হাদিস: ১২৪০৭) যেখানে উভয় সাহাবী পৃথক হয়েছিলেন, সেখানে অর্থাৎ মসজিদে নববী শরীফের উত্তর-পূর্ব দিকের জান্নাতুল বাক্বীর সেই প্রান্তে যেখানে বনী আব্দুল আশহাল গোত্র বসবাস করত প্রথম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই "মসজিদুন নূর" নির্মাণ করিয়েছিলেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(১৩) মসজিদে ফাসাহ

ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশে 'শাআবে জাররার' এর পাশে ছোট একটি মসজিদ রয়েছে। ওহুদ যুদ্ধের সুপ্রসিদ্ধ অল্পবয়স্ক মুজাহিদ হযরত সায়্যিদুনা রাফি' رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এখানে কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করেছেন। (তারিখুল মদীনাতিল মুনাওয়ারাহ্ লি ইবনি শায়বা, ১ম খন্ড, ৫৭ পৃ:) মাত্বারীর উক্তি অনুযায়ী, "যোহর ও আসরে"র নামায এখানে আদায় করেছিলেন।"(ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ৮৪৮ পৃ:) কিছু কিছু ঐতিহাসিকদের মতে, ওহুদ যুদ্ধের সময় প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক ক্ষত এখানে ধৌত করা হয়েছিলো, তাই এটি 'মসজিদে গোসল' নামেও পরিচিত, সাগে মদীনা عُفِیَ عَنۡہُ (লিখক) অনেক বৎসর পূর্বে এই স্থানটিতে মসজিদের একটি জীর্ণ ঘর দেখেছিলেন যার চতুর্দিকে কাঁটাযুক্ত লোহার তার লাগানো ছিলো। সম্ভবত এটিই ছিলো 'মসজিদে ফাসাহ'। এটি আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সিজদা দেওয়ার স্মৃতি বিজড়িত।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১৪) মসজিদে বনী যাফার (বা মসজিদে বাগলা)

জান্নাতুল বাক্বীর পূর্বে হাররায়ে শারকিয়ার দিকে 'আওস' নামের গোত্রের একটি শাখা 'বনী যাফার গোত্র' বসবাস করত, এই 'মসজিদে বনী যাফার' সেখানেই ছিলো, এটিকে মসজিদে বাগলা (অর্থাৎ খচ্চরওয়ালা মসজিদও) বলা হয়। এখানেই নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি বড় পাথরের উপর তাশরিফ রেখে হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কণ্ঠে তিলাওয়াতও শুনেছিলেন, আর এমনভাবে কান্না করেছিলেন যে, চোখের পানিতে দাঁড়ি মুবারক ভিজে গিয়েছিলো। **(মু'জামুল কবীর, ১৯তম খন্ড, পৃ: ২৪৩, হাদিস: ৫৪৬)** সেই শিলা খন্ডটি তাবাররুক স্বরূপ মসজিদে রাখা হয়েছিলো, আশিকানে রাসূলরা এর যিয়ারত করে নিজেদের চোখ শীতল করতেন, কতিপয় ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, নিঃসন্তান মহিলারা এর উপর বসে দোয়া করলে সন্তানের নেয়ামত দ্বারা ধন্য হতো। **(জাযবুল কুলূব, ১২৮ পৃ:)** সেখানে আরো অনেক তাবাররুক ছিলো, যার মধ্যে একটি পাথর শরীফের উপর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাহন খচ্চরের ক্ষুর মুবারকের চিহ্ন ছিলো, একটি নূরানী পাথরে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কনুই মুবারক ও আঙ্গুল মুবারকের চিহ্ন ছিলো।

(জাযবুল কুলূব, ১২৮ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৫) মসজিদে মায়িদা

মসজিদে বনী যাফারের নিকটেই 'মসজিদে মায়িদা' অবস্থিত ছিলো। বর্ণিত আছে, এটি সেই স্থানেই নির্মিত হয়েছিলো যেখানে নবী

www.dawateislami.net

করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নাজরানের খ্রীষ্টানদের সাথে মুবাহালা করার জন্য নির্বাচন করেছিলেন আর যে স্থানটিতে হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য কাঠ গেঁড়ে নিজের চাদর দিয়ে ছাউনি নির্মাণ করেছিলেন এবং রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন আহলে বাইতদের সাথে সেখানে তাশরিফ এনেছিলেন। এক ঐতিহাসিকের বর্ণনা অনুযায়ী, এই স্থানটিতেই প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং পবিত্র আহলে বাইতদের জন্য জান্নাত থেকে 'পাঁচটি পেয়ালা'য় করে খাবার অবতীর্ণ হয়েছিলো। এই কারণেই মসজিদটিকে 'মসজিদে পাঞ্জ পেয়ালা'ও বলা হয়ে থাকে। আশিকে রাসূলগণ এখানে স্মৃতি স্বরূপ গুম্বুজ নির্মাণ করেছিলেন। ১৪০০ হিজরিতে সাগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ এই পবিত্র স্থানের পবিত্র নির্জন জায়গাটির যিয়ারত করেছিলাম, তখন গম্বুজ ইত্যাদি বিদ্যমান ছিলো না আর এটি লেখা পর্যন্ত সেখানে পবিত্র বাতাস ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। আশিকানে রাসূলের জন্য সেই বাতাস গ্রহণ করে ইশকে রাসূলে অন্তরকে ব্যকুল করাও বড়ই সৌভাগ্য।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৬) মসজিদে বনী হারাম

এই মসজিদ শরীফটি হযরত সায়্যিদুনা জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সেই মহত্বপূর্ণ জায়গাটির উপর আশিকে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই তিনটি মুজিযা প্রকাশ পেয়েছিলো। (১) একটি ছাগলেই অনেক (এক বর্ণনা অনুযায়ী ১৫০০) সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পেট ভরে খেয়েছিলেন। (২) হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

হাঁড়ের উপর হাত মুবারক রেখে কিছু পাঠ করতেই ছাগলটি জীবিত হয়ে গিয়েছিলো। (৩) হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মৃত দুই মাদানী মুন্না হুযুরে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দোয়ার বরকতে জীবিত হয়ে গিয়েছিলো। (এই ঈমান তাজাকারী ঘটনাবলির বিস্তারিত আলোচনা 'ফয়যানে সুন্নাত' ১ম খন্ডের ২৫৯ থেকে ২৬৩ পৃষ্ঠা দেখুন)। এই মহান স্থানেই রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একবার নামাযও আদায় করেন। এই মসজিদটি মসজিদে নববী শরীফ থেকে 'খামসা মসজিদ' যাওয়ার পথে 'আস সীহ' এলাকায় সড়কের ডান দিকে সেই বস্তীতে অবস্থিত যা সিলআ পাহাড়ের পাদদেশে। ১৪০৯ হিজরিতে পুরাতন ভিত্তির উপর এখানে আলীশান মসজিদ তৈরি করা হয় কিন্তু বিদেশ থেকে আসা হাজী ও ওমরা পালনকারীগণের অধিকাংশই এই মসজিদটি দর্শন থেকে বঞ্চিত থাকেন। কেননা, এটি জনবসতী এলাকায় গিয়ে খুঁজে বের করা কঠিন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(১৭) মসজিদে শায়খাইন

মসজিদে নববী শরীফ থেকে হযরত সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাযারে যাবার পথে বাম দিকে দূর হতেই এই মসজিদটি দেখা যায়। এই পবিত্র ও বরকতময় স্থানটির সাথে অনেক মাদানী সম্পর্ক রয়েছে। যেমন (১) উহুদ যুদ্ধে যাওয়ার পথে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এখানেই প্রথম অবস্থান নিয়েছিলেন এবং রাতের কিছু অংশ এখানেই কাটিয়েছিলেন। (২) এই স্থানে নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এক বা দুই ওয়াক্ত নামায আদায় করেছিলেন। (৩) এই স্থানটিতেই প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী শরীর মুবারকে বর্ম ও হাতিয়ার সাজানো হয়েছিলো। (৪) যুদ্ধের

www.dawateislami.net

প্রস্তুতির প্রতীকি প্রদর্শনী ও মুজাহিদ নির্বাচন এখানেই করেছিলেন এবং কয়েকজন মাদানী মুন্নাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। (৫) এখানেই মাদানী মুন্না হযরত সায়্যিদুনা রাফে رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজেকে বড় দেখানোর জন্য পায়ের আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন বারেগাহে রহমতের পক্ষ থেকে অনুমতিও পেয়ে গিয়েছিলেন, এবং একারণে আরেক মাদানী মুন্না হযরত সায়্যিদুনা সামুরা বিন জুনদুব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করেছিলেন: আমি রাফের থেকে বেশি শক্তিশালী, অতঃপর দুই জনের মধ্যে কুস্তি হলে সামুরা জয়ী হন এবং সাথে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে যান। এই মসজিদকে ‘মসজিদে শায়খাইন’ বলার কারণ হচ্ছে এখানে একজন অন্ধ বৃদ্ধ ইহুদী এবং একজন বৃদ্ধা ইহুদীনির আলাদা আলাদা দুইটি কেল্লা ছিলো। আরবিতে বৃদ্ধকে ‘শায়খ’ বলা হয়, তাই এলাকাটি এই দুইজন বৃদ্ধের কারণে ‘শায়খাইন’ নামে প্রসিদ্ধ ছিলো। এই মসজিদের আরো কয়েকটি নাম রয়েছে। যেমন (১) মসজিদে দিরআ (২) মসজিদে বাদায়ি এবং (৩) মসজিদে আদভী। বর্তমানে মদীনার ওয়াকফ বিভাগের পক্ষ থেকে নতুন আঙ্গিকে মসজিদটি নির্মাণ করে এর নাম রাখা হয়েছে ‘মসজিদে খাইর’।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(১৮) মসজিদে মিসতারাহ

এই মসজিদ শরীফটি মসজিদে শায়খাইন থেকে সামান্য দূরে ওহুদ শরীফের দিকে যাবার পথে সড়কের উপরই অবস্থিত। ইসলামের প্রথম দিকে এটিকে ‘মসজিদে বনী হারেছা’ বলা হতো। কেননা, সেখানে বনী হারেছা (আওসী) গোত্র বসবাস করত। এক বর্ণনা অনুযায়ী, একজন

www.dawateislami.net

সাহাবী (সায়্যিদুনা হারেছ বিন সাআদ বিন ওবাইদুল হারেছী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ) বলেন: "রাসুলুল্লাহ্ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের মসজিদে নামায আদায় করেছিলেন।" **(ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ৮৬৫ পৃ:)** রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ওহুদের যুদ্ধ থেকে ফিরার সময় এখানে কিছুক্ষণ ইস্তিরাহাত অর্থাৎ আরাম করে ছিলেন। তাই এই মসজিদ কে 'মিসতারাহ' বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে এখানে আলীশান মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(১৯) মসজিদে মিসবাহ (বা মসজিদে বনী উনাইফ)

এই মসজিদ শরীফটি মসজিদে কুবার সম্মুখস্থ এলাকায় অবস্থিত। মসজিদে কুবার সম্মুখস্থ সার্ভিস রোড দিয়ে লোকালয়ের দিকে ঢুকতেই একটু সামনে 'মুস্তাউদাআতুল গাস্সান' এর সামান্য পরেই ছাদহীন জীর্ণদশা একটি চার দেওয়াল বিশিষ্ট মসজিদ দেখা যেতো, যার চতুর্দিকে অসংখ্য আগাছা জাতীয় উদ্ভিদের ছড়াছড়ি ছিলো। (আল্লাহ পাকই জানেন, এটি লেখা পর্যন্ত মসজিদটির কী দশা হয়েছে!) বনী উনাইফ গোত্রের লোকেরা এখানে বসবাস করত, এই জায়গাটিতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان একত্রিত হয়ে রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মক্কা শরীফ থেকে আগমনের অপেক্ষা করতেন, শেষ পর্যন্ত তাঁদের ইচ্ছা পূরণ হয়েছিলো এবং রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হিজরত পূর্বক তাশরিফ আনয়ন করেছিলেন। এই স্থানে নবীয়ে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হিজরতের পর প্রথম ফজরের নামায আদায় করেছিলেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(২০) মসজিদে বনী যুরাইক

প্রথম বায়আতে উকবার সময় ঈমান গ্রহণের পর হযরত সায়্যিদুনা আবু রাফেয়ে বিন মালিক যুরাইক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মদীনা শরীফে আগমনের পূর্বেই এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন এবং ঈমান গ্রহণকারী ব্যক্তিরা সেখানে নামায আদায় করতেন আর হযরত সায়্যিদুনা আবু রাফে বিন মালিক যুরাইক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে সেই সময় পর্যন্ত নাযিল হওয়া কুরআন শরীফে যে অংশটি প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা তিলাওয়াত করতেন। হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই মসজিদে প্রবেশ করেছিলেন। **(ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ৮৫৭ পৃ:)** "মসজিদে যুরাইক" মসজিদে গামামাহ এবং বর্তমান কোর্টের মধ্যবর্তী কোন এক স্থানে অবস্থিত ছিলো, আশিকানে রাসূল ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে সেখানকার বাতাসকে দৃষ্টিচুম্বন করে বরকত অর্জন করুন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(২১) মসজিদে কাতীবা

মদীনা শরীফের প্রথম সারির আনসারী সাহাবি হযরত সায়্যিদুনা আবু রাফে বিন মালিক যুরাইক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান। তাঁর লাশ মুবারক তাঁরই মহত্বপূর্ণ ঘরেই দাফন করা হয়। পরে পরিবারের লোকেরা সেই বরকতপূর্ণ ঘরে এভাবে মসজিদ নির্মাণ করেন যে, তাঁর নূরানী মাযারের উঠানে চলে আসে। সুফীয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام প্রসিদ্ধ সিলসিলায়ে তরিকতে 'সানাউসিয়া' তাঁরই বংশ হতে শুরু হয়েছে। এই মসজিদ শরীফের পাশে উসমানীয়রা (তুর্কী) অস্থায়ী সাময়িক সেনা

www.dawateislami.net

ব্যারেক বানিয়ে রেখেছিলো, যেহেতু আরবিতে সেনা ব্যাটালিয়নকে ‘কাতীবা’ বলা হয়, তাই এলাকাটিকে ‘কাতীবা’ বলতে লাগলো এবং সেই কারণে মসজিদটিকেও ‘মসজিদে কাতীবা’ বলা হতো। এই মসজিদটি একটি মিনারসহ এটি লেখার কয়েক বছর পূর্ব পর্যন্ত ছিলো, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেরও ব্যবস্থা হতো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২২) মসজিদে বনী দ্বীনার

আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হিজরতের পর মদীনা শরীফে বনী দ্বীনার ইবনুন নাজ্জার গোত্রের এক মহিলাকে শাদী করেন, তিনি একবার রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দাওয়াত প্রদান করেন এবং নামায আদায় করে ঘরকে নূরানী করার জন্য আবেদন করেন। দাওয়াত কবুল করলেন এবং সেখানে তাশরিফ নিয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায আদায় করেন। **(ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ৮৬৬)** এই মহত্বপূর্ণ ঘরে হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَضِیَ اللهُ عَنْهُ স্মৃতি স্বরূপ ‘মসজিদে বনী দ্বীনার’ নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে বনী দ্বীনারের এলাকাটিতে ধোপীদের আবাস হয়ে গেলো, সেখানে ধোপীরা বসবাস করতে লাগল, যার কারণে সেই মহল্লাটি ‘এলাকায়ে গাসসালীন’ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলো এবং এই মসজিদকে ‘মসিজদে গাসসালীন’ বলতে থাকে। বর্তমানে এটিকে ‘মসজিদে মুগাইসালা’ বলা হয়। এই মসজিদ শরীফটির নতুন ঠিকানা হলো: মাহাল্লাতুল মালেহা, মাদরাসায়ে আসকারিয়ার পেছনের লোকালয়ে প্রায় আধা কিলোমিটার ভেতরের দিকে।

www.dawateislami.net

বর্তমানে এই ঐতিহাসিক মসজিদটির পাশে নিত্য নতুন সুযোগ সুবিধাসহ একটি বড় মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে এই মুবারক মসজিদটির দিকে লোকজনের আনাগোনা প্রায় কমে গেছে এবং এভাবে এই মসজিদটিও বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে যাওয়ার পথে রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২৩) মসজিদে মিনারাতাইন

হযরত সায়্যিদুনা হারাম বিন সাআদ বিন মুহাইয়্যিসাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই জায়গাটিতে নামায আদায় করেছিলেন। **(ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ৮৭৮ - ৮৭৯ পৃ:)** আশিকানে রাসূল স্মৃতি স্বরূপ এখানে 'মসজিদে মিনারাতাইন' নির্মাণ করেন। এর ঠিকানা হলো: মসজিদে নববী শরীফ থেকে আম্বরিয়া ষ্ট্রিট (পুরোনো নাম মক্কা ষ্ট্রিট) হয়ে ওয়াদিয়ে আকীকের দিকে যাবার পথে প্রায় আধা কিলোমিটার দূরত্বে পেট্রোল পাম্প রয়েছে, এর একটু সামনে ডান দিকে একটি খোলা মাঠ রয়েছে, যেখানে একটি অনেক বড় মসজিদ বানানো হয়েছে, যেটা 'মসজিদে মিনারাতাইন' নামই পরিচিত।

মৃত ছাগল

এই প্রসিদ্ধ ঘটনাটিও 'মসজিদে মিনারাতাইন' সম্পৃক্ত জায়গাটিতে যাওয়ার সময় ঘটেছিলো। যেমনটি একদা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাথে এই জায়গাটি দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টি মুবারক একটি মৃত ছাগলের উপর গিয়ে পড়ল, যা থেকে দুর্গন্ধ আসছিলো, সাহাবায়ে কিরামগণ

www.dawateislami.net

عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নাকে কাপড় দিয়ে নিলেন, তা দেখে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ছাগলটি তার মালিকের প্রতি কী প্রভাব দেখাতে পারে? তাঁরা আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা কিভাবে প্রভাব দেখাতে পারে? রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আল্লাহ পাকের নিকট এই দুনিয়া মৃত ছাগলটির চেয়েও নিকৃষ্ট, যেমনটি এই মৃত ছাগলটি তার মালিকের জন্য নিকৃষ্ট। **(ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, ৮৭৮ পৃ:)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২৪) মসজিদে জুমা

এই মসজিদ শরীফটি মসজিদে কুবা থেকে মসজিদে নববী শরীফের দিকে যাবার পথে হাতের ডান দিকে। হিজরতের প্রাক্কালে কুবা শরীফ থেকে অবসর হয়ে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাথে মদীনার দিকে পাড়ি জমান এবং এই মুবারক জুলূসটি যখন ‘বনী সালেম’ এর এলাকা দিয়ে গমন করছিলো তখন স্থানীয় ব্যক্তিরা কিছুক্ষণের জন্য নিজেদের এলাকায় অবস্থানের অনুরোধ জানান, যা গৃহীত হয়েছিলো। এর মাঝেই জুমার নামাযের সময় হয়ে গেলো, তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবীদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাথে জামাআত সহকারে প্রথমবারের মতো জুমার নামায আদায় করেন। যে স্থানটিতে জুমার নামায আদায় করা হয়েছিলো সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(২৫) মসজিদে মি'রাস

এই মসজিদ শরীফটি মদীনাবাসীদের মীকাত "যুল হুলাইফা"র কিবলার দিকে ছিলো। এটি সেই পবিত্র জায়গাতেই অবস্থিত ছিলো যেখানে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মক্কা শরীফ থেকে ফিরে আসার সময় রাত্রি যাপন করেছিলেন এবং বিশ্রাম নিয়েছিলেন। বর্তমানে এই মসজিদটির দর্শন লাভ করা সম্ভব নয়!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২৬) মসজিদে যুল হুলাইফা

এই মসজিদ শরীফটি মসজিদে নববী শরীফের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ৯ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। বর্তমানে স্থানটি "বী'রে আলী" বা "আবইয়ারে আলী" নামে প্রসিদ্ধ এবং এটি হলো মদীনাবাসীদের মীকাত। মসজিদে যুল হুলাইফার পুরাতন নাম 'মসজিদে শাজারা'। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মদীনা শরীফের থেকে 'শাজারা'র পথ দিয়ে বাইরে তাশরিফ নিয়ে যেতেন এবং 'মুয়াররাস' এর পথে মদীনা আসতেন। আর যখন মক্কা মুকাররামা তাশরিফ নিয়ে যেতেন তখন 'মসজিদে শাজারা'য় নামায পড়তেন এবং যখন ফিরে আসতেন তখন যুল হুলাইফায় নালার মাঝখানে নামায আদায় করতেন, সেখানেই রাতভর অবস্থান করতেন, এমনকি সকাল হয়ে যেতো। **(বুখারী, ১ম খন্ড, ৫১৬ পৃ:, হাদিস: ১৫৩৩)** হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যুল হুলাইফায় রাত্রি যাপন করেছেন আর তাদের মসজিদে নামায

www.dawateislami.net

পড়েছেন। **(মুসলিম, ৬০৭ পৃষ্ঠা, হাদিস: ১১৮৮)** প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিদায় হজ্বে তাশরিফ নিয়ে যাওয়ার সময় যখন যুল হুলাইফা এসে পৌঁছালেন, তখন সেখানে মসজিদে দুই রাকাত নামায আদায় করেছিলেন। **(তারিখুল মদীনাতিল মুনাওয়ারা, ৫০১-৫০২ পৃ:)** বর্তমানে এখানে "মসজিদে যুল হুলাইফা" নামে বিশাল একটি মসজিদ রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২৭) মসজিদে কিবলাতাইন

এই মুবারক মসজিদটি আল হাররাতুল ওয়াবারাহ (আল হাররাতুল গারবিয়্যা) "ওয়াদিয়ে আকীক" এর "আল আরাসা" নামের ময়দানের পাশে অবস্থিত। মাসাজিদে খামসাও সেখানেই কাছাকাছি অবস্থিত। "বী'রে রূমা" (অর্থাৎ সায়্যিদুনা ওসমান গণি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কূপ) মদীনা শরীফ থেকে যাবার পথে এই মসজিদ শরীফের ডানে অবস্থিত। নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানে যোহরের নামায আদায় করেছিলেন। এই পবিত্র মসজিদটি "বনু সুলাইম" নামে পরিচিত ছিলো। কেননা, বনু সুলাইম গোত্র এখানেই বসবাস করত। হিজরতের ১৭তম মাস ১৫ই রজবুল মুরাজ্জব দ্বিতীয় হিজরিতে (জানুয়ারী, ৬২৪ সাল) শনিবার আমার প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানে তখনও যোহরের দু'রাকাত নামায আদায় করেছেন, এমন সময় কিবলা পরিবর্তনের হুকুমটি নাযিল হয়, বাকী দু'রাকাত নামায বাইতুল্লাহ্ শরীফের দিকে মুখ করে আদায় করেছিলেন। সেই কারণেই এই মসজিদটির নাম হলো "মসজিদে যুল কিবলাতাইন" (অর্থাৎ দুই কিবলাবিশিষ্ট মসজিদ)। স্মৃতি স্বরূপ আশিকে রাসূলগণ

www.dawateislami.net

বাইতুল মুকাদ্দসের দিকের দেওয়ালে কিবলার চিহ্ন বানিয়ে দিয়েছিলো আর এতে কিবলা পরিবর্তনের আয়াতটি খোদাই করে দেওয়া হয়েছিলো, যিয়ারতকারী আশিকরা সেই চিহ্নটি স্পর্শ করে বরকত অর্জন করতেন। এখন সেই দেওয়ালটি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং প্রধান ফটকের দিকের ছাদে প্রথম কিবলার দিক বুঝানোর জন্য একটি মুসল্লার চিহ্ন বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
দরুদে পাকের ফযিলত	১	(১২) মসজিদুন নূর	১১
মদীনার মসজিদ সমূহ	২	(১৩) মসজিদে ফাসহ	১২
(১) মসজিদে কুবা	৩	(১৪) মসজিদে বনী যাফার (বা মসজিদে বাগলা)	১৩
ওমরার সাওয়াব	৩		
ফারুকে আযম এবং কুবা	৩	(১৫) মসজিদে মায়িদা	১৩
আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর এবং কুবা	৪	(১৬) মসজিদে বনী হারাম	১৪
(২) মসজিদে ফদীখ	৪	(১৭) মসজিদে শায়খাইন	১৫
(৩) খামসা বা সাবআ মসজিদ সমূহ	৪	(১৮) মসজিদে মিসতারাহ	১৬
		(১৯) মসজিদে মিসবাহ (বা মসজিদে বনী উনাইফ)	১৭
(৪) মসজিদে গামামাহ	৬		
(৫) মসজিদে ইজাবাহ	৬	(২০) মসজিদে বনী যুরাইক	১৮
(৬) মসজিদে সুকইয়া	৭	(২১) মসজিদে কাতীবা	১৮
(৭) মসজিদে সেজদা	৮	(২২) মসজিদে বনী দ্বীনার	১৯
(৮) মসজিদে যিবাব (বা মসজিদে রায়া)	৯	(২৩) মসজিদে মিনারাতাইন	২০
		মৃত ছাগল	২০
(৯) মসজিদে আইনাইন	৯	(২৪) মসজিদে জুমা	২১
(১০) মসজিদে মাশরাবা উম্মে ইব্রাহীম	১০	(২৫) মসজিদে মি'রাস	২২
		(২৬) মসজিদে যুল হুলাইফা	২২
(১১) মসজিদে বনী কুরাইযা	১০	(২৭) মসজিদে কিবলাতাইন	২৩

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net